১৮-০৪-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা- শ্রীমৎ অনুসরণ করে নিজেদের কর্মকে দোষত্রুটি থেকে মুক্ত করে বিকর্মকে ভস্ম করো, মালার দানা হতে হলে এক বাবা ছাড়া দ্বিতীয় কাউকে স্মরণ করো না"

প্রশ্নঃ - বাবা কোন্ বাচ্চাদের স্বতোই রক্ষা করেন ?

উত্তরঃ - যারা অতি নির্মল এবং প্রতিশ্রুতিরক্ষায় বদ্ধপরিকর, বাবার অনুগত তারা নিজে থেকেই সুরক্ষিত হয়ে যায় । যারা মিথ্যাকে আশ্রয় করে তারা সুরক্ষিত হতে পারেনা । মায়া তাদের নিজের দিকে টানতে থাকে । তাদের জন্যে সাজাও স্থির হয়ে আছে ।

প্রশ্নঃ - বাচ্চারা কেন তাদের দুর্বলতা রুহানী সার্জেনের থেকে লুকিয়ে রাখে ?

উত্তরঃ - কারণ তাদের সম্মান হারানোর ভয় থাকে । তারা জানে মায়া কৌশলে তাদের ভুল পথে চালিত করেছে এবং তাদের চোখও ক্রিমিনাল হয়ে গেছে সেইজন্যে তারা বাবার থেকে লুকিয়ে রাখে । বাবা বলেন, বাচ্চারা তোমরা যত বেশী লুকিয়ে রাখবে ততই তোমরা ক্রমাগত নীচে নামবে । মায়া তোমাদের খেয়ে ফেলবে আর তোমরা তখন পড়া বন্ধ করে দেবে । এইজন্য তোমাদের খুব সচেতন থাকতে হবে । নিজের মনোমত বা আসুরিক মত অনুসরণ করো না ।

ওম্ শান্তি । রুহানী বাবা রুহানী বাচ্চাদের বোঝান, তোমরা বাচ্চারা এই নিশ্চয় তো করেছ যে রুহানী বাবা আত্মাদের পড়াচ্ছেন ! এই কারণে গাওয়া হয় দীর্ঘ সময় ধরে আত্মারা পরম আত্মার থেকে আলাদা থেকেছে । নিরাকার দুনিয়ায় সব আত্মারা একসাথে থাকে; তারা আলাদা থাকেনা । আত্মারা পরে আলাদা হয়ে যায়; সেখান থেকে এসে তাদের নিজেদের পার্ট প্লে করে । সতোপ্রধান থেকে নামতে নামতে তারা তমঃপ্রধান হয়ে যায় । মানুষ ডাকে, হে পতিতপাবন এসো ! এসে আমাদের পবিত্র করো । বাচ্চারা, তোমাদের বাবা বোঝান, তিনি প্রতি পাঁচ হাজার বছরে আসেন । এই সৃষ্টি চক্র পাঁচ হাজার বছরের । নিরাকার বাবাকে অবশ্যই শরীর দ্বারা শোনাতে হবে । উপর থেকে তিনি কোনও প্রেরণা দেননা । তোমরা আত্মারা যেমন দেহ ধারণ করে কথা বলো, বাবাও তেমন বলেন আমি এই তনের মাধ্যমে তোমাদের সাথে কথা বলি । বাচ্চারা আমি তোমাদের ডিরেকশন দিই । যে যতটা তাঁর ডিরেকশন অনুসরণ করবে সে ততই নিজের উপকার করবে । বাবা তো বুঝিয়ে দেন, কিন্তু এটা তোমাদের উপর নির্ভর করছে তোমরা শ্রীমত্ অনুসরণ করবে অথবা করবে না, টিচারের কথা শুনবে বা শুনবে না, হয় তোমরা নিজেদের উপকার করো নয়তো নিজেদের কাঁধে লোকসানের দায়ভার তুলে নাও । যদি তোমরা তাঁর কথা না শোনো তবে ভূপতিত হবে । শিববাবা খুব স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন । বাচ্চারা তোমাদের শিববাবার থেকে শিখে, তারপর অন্যদের শেখাতে হবে । সন্ শোজ ফাদার । এটা শরীর সম্বন্ধীয় বাবার কথা নয় ; রুহানী বাবার কথা । তোমরা বাচ্চারা জানো যে, তোমরা যে যত শ্রীমত্ অনুসরণ করবে বরসাও ততই লাভ করবে । বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো, তোমাদের বহু জন্মের পাপ কেটে যাবে । রাবণ রাজত্বে যদিও পাপ আত্মারা, পুণ্য আত্মাদের সামনে মাথা নত করে, কিন্তু তারা জানেনা যে সেই পুণ্যাত্মারাই পরে পাপাত্মায় পরিণত হয় । তারা ভাবে তারা সবসময় পুণ্যাত্মা । বাবা বোঝান, পুনর্জন্ম নিতে নিতে তারা পুণ্যাত্মা থেকে পাপাত্মায় রূপান্তরিত হয় ; ৮৪ জন্ম নিয়ে তারা সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধানে আসে । পাপাত্মা

হয়ে তারা বাবাকে স্মরণ করে । যখন তারা পুণ্যাত্মা হয় তখন আর বাবাকে স্মরণ করার প্রয়োজন হয়না । এইসব জিনিস প্রত্যেককে বোঝানোর জন্যে বাবা বসে নেই । বাচ্চারা সার্ভিস করে । মানুষ এই সময় অসুর হয়ে যায়, এই কারণে তাদের বুদ্ধিতে বসেনা যে, পরমাত্মা সর্বব্যাপী নন । সবকিছু এর উপর নির্ভর করে । কৃষ্ণ দেহধারী, তাঁকে দেবতা বলা হয় । আত্মাদের ফাদার নিরাকার বাবা, তাঁকে স্মরণ করতে হবে । যদিও তোমরা প্রজাপিতার কথা বলো, তিনি তো সাকার । এই সমস্ত জিনিস খুব স্পষ্টভাবে তোমাদের বুঝিয়ে দেওয়া হয় । কিন্তু কোনও কোনও বাচ্চা সেইসব বুঝতে পারেনা । তারা ভুল পথ বেছে নেয়, যে পথের সমাপ্তি জঙ্গলে । বাবা তোমাদের শহরের পথ দেখায় যা স্বর্গের দিকে যায়, কিন্তু না বোঝার কারণে কিছু পথ শেষ হয় জঙ্গলের মধ্যে । যখনই তারা জঙ্গলের ভিতরে যায় তারা কাঁটায় পরিণত হয় । এমনকি এখানে থেকেও তারা যথাযথ ভাবে পথটা অনুসরণ করেনা । তারা মাঝখানে থেকে যায় । তারপর সেখানেও তারা শেষের দিকে আসে । তোমরা এখানে আসো স্বর্গে যাওয়ার জন্যে । বাস্তবে, ত্রেতাকেও স্বর্গ বলা যায়না, কারণ শতকরা ২৫ ভাগ তো কম হয়ে গেল তাই না ! তোমরা এখন সঙ্গম যুগে । বাবা বলেন, পুরানো দুনিয়া ত্যাগ করে নতুন দুনিয়াকে স্মরণ করো । তিনি কখনও বলেননা, পুরানো দুনিয়া ভুলে ত্রেতাকে স্মরণ করো । ত্রেতাকে নতুন দুনিয়া বলা যায়না । কারণ সঠিক পথ অনুসরণ না করায় তাদের স্থিতি ক্রমশঃ উপর-নীচ হয় । ড্রামা অনুসারে কল্প পূর্বে যারা পরীক্ষায় সম্পূর্ণ পাশ করেছিল তারাই আবার করবে । যারা ত্রেতায় যায় তারা অকৃতকার্য হবে । যারা স্বর্গবাসী হবে তারা সম্পূর্ণভাবে পাশ করবে । যারা কল্প কল্পান্তরে, জন্ম জন্মান্তরে সঙ্গমে, তারাই পরীক্ষায় পাশ করে । যেমন এখন করছে । যারা ফুল হওয়ার নয়, তাদের যতই তোমরা তোমাদের দিকে টানো তারা ফুল হবেনা । আকন্দ, সেও তো ফুল তাই না ! কাঁটা তো তোমাদের বিঁধবেই । সবকিছু পড়ার উপর নির্ভর করছে । মায়া ভালো ভালো বাচ্চাদের কাঁটা বানিয়ে দেয় । তারা ট্রেটর হয়ে যায় । যারা নিজের ঘর ছেড়ে অন্যদিকে চলে যায় তাদের ট্রেটর বলা হয়ে থাকে । বাবা তোমাদের মায়ার থেকে মুক্ত করতে এসেছেন । বাচ্চারা বলে, বাবা মায়া খুব শক্তিশালী । সে আমাদের তার দিকে আকৃষ্ট করে । মায়া চুম্বকের চেয়ে কিছু কম নয় । এই সময়ে দেখ উপর উপর সৌন্দর্য কত বেড়ে গেছে । এই কারণে মানুষ কত ফ্যাশনেবল হয়ে গেছে । বায়োস্কোপে দেখ তারা কি কি না দেখায় । আগে এই বায়স্কোপ ছিলনা । গত একশ' বছরের মধ্যে এই সবকিছু আবিষ্কার হয়েছে । এতে ড্রামার রহস্যও বোঝাতে হবে । একশ' বছরের মধ্যে এটা যেন স্বর্গ হয়ে গেছে । এমনকি সেখানে সায়েন্সও অনেক সুখ দেবে । সেখানে সায়েন্সের অযথা গর্ব থাকেনা । সায়েন্স অনেক সুখ দেয় । যাই হোক, সেই সুখ যাতে স্থায়ী হয় তার জন্যে পুরানো দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী । দেখ, বাচ্চাদের শ্রেষ্ঠ বানানোর জন্য বাবা কত মেহনত করেন । কিন্তু কোনো কোনো বাচ্চারা বিশ্বাস করেনা যে, বাবা আমাদের পড়ান । এমনকি ভালো ভালো বাচ্চারাও মায়ার তীক্ষ্ণ বাঁকা নখের পাঞ্জায় ধরা পড়ে যায় । মায়া সম্পূর্ণরূপে বশ করে নেয় । যাই হোক, যারা একবার অন্তত জ্ঞান শুনেছে তারা অবশ্যই স্বর্গে যাবে, কিন্তু তারা উঁচু পদ লাভ করতে পারবেনা । সবাই তো বলে যে, আমরা নারায়ণ হব । সুতরাং, তোমাদেরও অনেক মেহনত করতে হবে । যেমনই হোক, ড্রামাতে এই সব হল একটি খেলা । কেউ ওঠে, আর বাকিরা নামে । তোমাদের ওঠানামা চলতেই থাকে । সবকিছু স্মরণের যাত্রার উপর নির্ভর করে । বাবা তোমাদের অনন্ত রাশি ধনসম্পদ দেন । ওখানে কর্মভোগের কোনো প্রশ্নই নেই । এই সময় এখানে যারা পুঁজি সঞ্চয় করে তারাই পুরো বর্সা লাভ করে । তোমাদের অবশ্যই এই খেয়াল আসা উচিত্ নয় যে আমরা উঠব আবার পড়েও যাব । তোমরা অনেক নীচে পড়েছ এখন শুধু উপরে উঠতে হবে । ড্রামা অনুসারে তোমরা পুরুষার্থ করে যাচ্ছ । দেখ তাঁদের দু'জনের কত পূজা হয় । শিবের পূজা সবচেয়ে বেশী হয় । অথচ তাঁর সম্বন্ধে

বলা হয় তিনি নুড়ি পাথরের মধ্যে আছেন । কত অজ্ঞানতা ! এখন তোমরা বাচ্চারা জানো আমরাই ছিলাম, পুনরায় আমরাই হচ্ছি । যদিও তারা শিবের পূজা করে, তাঁর কাছে বলিও চড়ায়, তবুও শিবকে কেউ জানেনা যে, তিনি জ্ঞানের সাগর, বাবা, কিভাবে এসে আমাদের পড়ান । এখন পড়াশোনা করে পুরুষার্থ দ্বারা উঁচু পদ লাভ করতে হবে । মায়াও কাউকে ছাড়েনা , একদম জাপটে ধরে । বাবা বলেন, বাচ্চারা প্রকৃত চার্ট লেখো । কোনও কোনও বাচ্চা সত্যি বলেনা তাই তারা সাজাও পুঁজি করে । তারপর সাজার সময় নিদারুণ মর্মপীড়ায় চিত্কার করে, আমায় ক্ষমা করো, আমি আর কখনও এইরকম করবনা । যখন ছোট বাচ্চা ভুল করে, বাবা ধমক দেয়, আর সে নিদারুণ যন্ত্রণায় চিত্কার করে । ইনি বেহদের বাবা । এমন মহান পিতা, সবকিছু কত নম্রতার সাথে চলেন । কত নমণীয় ! ঠিক যেমন ছোট বাচ্চা নম্র আর ভদ্র হয় । যখন তাদের কিছু হয়, তোমরা বলো, ঠিক আছে, এটা কোনও ব্যাপার নয় । কারণ তারা ড্রামার পথ অনুসরণ করে চলে, এটা ঠিক । সেটাই ছিল ভবিতব্য । তারপর তিনি বোঝান, এরপর যেন এইরকম না হয় । শ্রীমত্ আর আসুরিক মত্ । এই ব্রহ্মা অলৌকিক বাবা । আবার তিনি বেহদের বাবাও । কয়েকজন হয়তো তাদের লৌকিক বাবার কথা শোনেনা কিন্তু বেহদের বাবা এঁনাকে নিমিত্ত বানিয়েছেন সুতরাং, তাঁকে তো তোমাদের মানাই উচিত্ তাই না ! এইজন্য এই বাবা বলেন, মায়া কিছু কম নয় । সে তোমাদের দিয়ে ভুল কাজ করিয়ে নেয় । তোমাদের বোঝা উচিত্, এটা ঈশ্বরীয় মত্ । বাবা বলেন, যদি এঁর থেকে তোমরা ভুল নির্দেশ পাও, তখনও আমিই সেটাকে ঠিক করে দেব । বাবা অনুভাবী রথ নিয়েছেন । তিনি অনেক অপমানিত হয়েছেন । তোমাদের অনেক স্বচ্ছ এবং বাবার প্রতি অনুগত থাকা উচিত্ । যে যত স্বচ্ছতার সাথে চলবে, ততই সে সুরক্ষিত থাকবে । যাদের চালচলন মিথ্যা তাদের সুরক্ষা হতে পারেনা, তাদের জন্যে সাজা কায়েম হয় । মায়া তাদের প্রত্যেককে তাদের নাক দ্বারা ধরে নেয় । বাচ্চারা জানে, মায়া খেয়ে নিয়েছে অর্থাত্ মায়ার বশীভূত হয়েছে এইজন্য তারা পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে । বাবা বলেন, যা কিছুই হোক তবুও পড়া কখনও বন্ধ করোনা । যে যেমন করবে, সে তেমন পাবে । কখন সে পারিতোষিক লাভ করবে ? ভবিষ্যতে, কারণ দুনিয়া এখন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে । তোমরা ছাড়া এটা কেউ জানেনা । তোমাদের মধ্যেও এমন অনেক বাচ্চা আছে যারা ভুলে যায় । যদি তোমরা স্মরণে থাকো তাহলে খুশিতে থাকবে, কিন্তু মায়া একদম ভুলিয়ে দেয় । মায়ার সাথে এই লড়াই শেষ পর্যন্ত চলবে । এমনকি ভালো ভালো বাচ্চারাও জানে, তারা কখন ভুল করেছে এবং তারা বাবাকে বলেনি কারণ তাদের সম্মান নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে । তখন তাদের উন্নতি ক্রমাগত ব্যাহত হতে থাকে । হ্যাঁ, তোমরা কেউ যুগল হলে এবং তোমাদের একজন বলে দিলে বুঝতে পারো, তবে আমিও বলে দিই । ভাগ্যে উঁচু পদ না থাকলে তবে সার্জনের থেকে লুকাতে থাকে । তোমরা যত লুকাবে ততই নীচে পড়তে থাকবে । এই চোখ এমন হয় যে, তাদের ক্রিমিনাল হওয়া আটকাতে পারেনা । কোনও কোনও বাচ্চা খুব ভালো, যারা কখনও অন্য কাউকে স্মরণ করেনা । ঠিক যেমন ধর্মপরায়ণা স্ত্রীর দৃষ্টি অন্য পুরুষের দিকে যায়না । বাবা বোঝান, তোমরা যদি জপমালার রুদ্রাক্ষ হতে চাও, তবে তোমাদের স্থিতি সেইরকমই হতে হবে । বিশ্বের মালিক হওয়া কি কম কথা ? বেহদের বাবা পড়াচ্ছেন তো আর কি চাই ! বাবাই তোমাদের প্র্যাকটিক্যালে দেখান, অমুক অমুকের মধ্যে এই বিশেষত্ব আছে । এই কারণে তিনি নম্বরের ভিত্তিতে স্মরণ-স্নেহ দিতে থাকেন । এখানে বসেও বাবার দৃষ্টি সার্ভিসেবল্ বাচ্চাদের দিকে থাকে । অজ্ঞান কালেও আজ্ঞাকারী বাচ্চাদের প্রতি ভালবাসা থাকে । বাবা জানেন তাঁর কোন্ বাচ্চা ভালো সার্ভিস করে । তোমরা ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারী, শিববাবার পৌত্র-পৌত্রী, তাই দাদার থেকে অবশ্যই তোমাদের উত্তরাধিকার পাওয়া উচিত্ । ব্রহ্মার কাছে বর্সা নেই । বাবা নিজে বলেন, আত্মারা তোমাদের আমি বেহদের বাবা । তোমাদের বেহদের বরসা দিই, এইজন্য এখন আমার

শ্রীমতে চলো । বাচ্চারা, আমি এসেছি তোমাদের অশরীরি বানিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে । তোমাদের জ্যোতি এখন জ্ঞান আর যোগের দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে । তোমরা যদি জ্ঞান আর যোগ ভালোভাবে অনুসরণ না করো তবে ধর্মরাজের থেকে শাস্তি পেতে হবে । এইজন্য প্রথমেই তোমাদের বিকর্ম ভস্ম করো । যদিও কিছু কিছু মানুষ ভাবে এই সময় তারা স্বর্গে আছে কিন্তু এটা অল্প কালের সুখ । তাদের বেহদের বাবা বর্সা দেননা । বাবা বলেন, আমি দীননাথ । আমি তাদের ধনবান বানাই যারা একেবারে গরীব, পতিত এবং পাথর বুদ্ধির । তোমাদের কাছে যদি পতিত কেউ আসেও তবে সে নীচু পদ পাবে । বিজয়মালায় সে কখনও আসতে পারবে না । এখানে বেহদের বাবার সাথে তোমরা সওদা করে নিতে পারো । বাবা এই সবকিছুই তো ধুলায় মিশে যাবে, এই কারণে আমি নিজেকে তোমার কাছে অর্পণ করছি । এই সবকিছু তুমি নিয়ে আমাকে স্বর্গের মালিক বানিয়ে দাও । বাবা বলেন, আমি দাতা । এই রাজধানী স্থাপন করতে অথবা বিশ্বের মালিক হতে কোনও খরচা নেই । ওখানে দেখ লড়াইয়ের জন্যে কত খরচ হয় । এখানে তোমাদের কি খরচ আছে ! এখানে, তোমাদের কিছুই খরচা নেই কারণ তোমাদের কোনও হাতিয়ার ইত্যাদি নেই । যোগবলের দ্বারা তোমরা স্বর্গের মালিক হও । ওই সমস্ত লোকেরা বাহুবলের দ্বারা এত লড়াই করে তবুও বিশ্বের মালিক হতে পারেনা । ড্রামায় তাদের পার্ট নেই । বেহদের বাবাই প্রকৃত রাজযোগ শেখান । তোমরা জানো যে, পরমপিতা পরমাত্মা রাজযোগের মাধ্যমে স্বর্গ স্থাপনা করেছিলেন । সঙ্গমযুগে তোমরা এখন পড়ছ এবং তোমরা কতটা পড়ছ সেই অনুযায়ী শ্রেষ্ঠত্বের নম্বরে তোমরা পদপ্রাপ্ত হবে । আচ্ছা –

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বাবা সম নম্রতার গুণ ধারণ করতে হবে । কাউকে কাঁটা বিঁধে দিও না । ফুল হয়ে সৌরভ ছড়াতে হবে ।

২) প্রতিশ্রুতি রক্ষার গুণ ধারণ করে সার্জনের থেকে কোনও কথা লুকিয়ে রেখো না । যে কোনও রকম পরিস্থিতিতে পড়া বন্ধ করোনা । আজ্ঞাকারী হতে হবে ।

বরদানঃ- সমগ্র ধনভাণ্ডার কার্যে লাগিয়ে বর্ধিত কারী যোগী তথা প্রয়োগী আত্মা হও

বাপদাদা সর্ব খাজানা প্রয়োগের জন্যে দিয়েছেন । তোমাদের উন্নতির দ্বারা কতটা প্রয়োগ করেছ দেখাও । যদি কোনো রকম প্রগতি না হয়, তার মানে তোমরা প্রয়োগী হওনি । যোগের অর্থই হল প্রয়োগে নিয়ে আসা । তাই তন, মন, ধন বা বস্তু যা কিছুই বাবার দ্বারা প্রাপ্ত আমানত আছে, অমনোযোগী হওয়ার কারণে নষ্ট হতে দিওনা । বরং তাকে কার্যে লাগিয়ে এক থেকে দশ গুণ বাড়াতে হবে । কম খরচ করে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যের উত্তরাধিকার হতে হবে – এটাই হল যোগী তথা প্রয়োগী আত্মার লক্ষণ ।

শ্লোগানঃ – বিকর্ম এবং বিকারের ত্যাগই হল প্রকৃত ত্যাগ ।